2 NOV 2012

সংবাদ

পাতি ....
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ১ ......

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি শিক্ষকদের দায়সারা প্রশিক্ষণ

● শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের ভিন্নমত

রাকিব উদ্দিন

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের নামে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) চলছে সরকারি অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার। কর্তৃপক্ষের যাচ্ছেতাই ব্যবহার, দায়সারা প্রশিক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা যথাযথ না হওয়ায় প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছেন সরকারি কলেজের শিক্ষকরা। আবার সম্মানী ভাতা সন্তোষজনক না হওয়ায় অনেক শিক্ষকও প্রশিক্ষণ বর্জন করছেন। তবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে অনীহা দেখানোর জন্য গত বছর বিভিন্ন কলেজের প্রায় অর্ধশত শিক্ষককে কারণ দর্শানো নোটিস দিয়েছিল মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। এর পরও শিক্ষকদের আগ্রহ বাড়েনি এবং প্রশিক্ষণের মানেরও কোন উন্নতি হয়নি। এ নাজুক অবস্থার মধ্যেই শেষ পর্যায়ে আছে 'বিষয়ভিত্তিক উচ্চতর শিক্ষক প্রশিক্ষণ' প্রকল্পটি। 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ওই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুরের ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ওই প্রশিক্ষণ কোর্স। পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রশিক্ষণ প্রকল্প শেষ হচ্ছে আগামী বছরের প্রথম দিকেই। জাবি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক (পিডি) অনুপম মুহাম্মদ জাহিদ শফাতী। হজ্ব পালনের জন্য তিনি বর্তমানে সৌদি আরব আছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ওই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেখভাল করে থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ড. এসএম আবু রায়হান। এ বিষয়ে জানতে দায়সারা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

দায়সারা : প্রশিক্ষণ
(১ম পৃষ্ঠার পর)

চাইলে ড. এসএম আবু রায়হান সম্প্রতি সংবাদকে বলেছেন, 'আমরা প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের কাছে আমন্ত্রণপত্র পাঠাই। কিন্তু এতে সবাই না এলে আমরা বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করি। কারণ সরকারি [illegible]জের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না।'

জানা গেছে, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রতি ব্যাচে একসঙ্গে তিনটি বিষয়ে মোট ১৫০ শিক্ষককে ৪৫ দিন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

অর্থাৎ প্রতি বিষয়ে ৫০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কিন্তু সর্বশেষ ৭৮তম কোর্সে দেখা গেছে তিনটি বিষয়ে ৫০ জন করে শিক্ষককে আমন্ত্রণ জানানো হলেও ইংরেজি বিষয়ে ৩২ জন, বোটানিতে ৩৮ জন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে ৪০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। আমন্ত্রণ জানানোর পরও ৪০ জন শিক্ষক বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ কোর্সে অনুপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ না করায় গত বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন সরকারি কলেজের অর্ধশত শিক্ষককে কারণদর্শানো নোটিস দেয়া হয়েছিল। এর পরও শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ বর্জন অব্যাহত রেখেছে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা জানান, প্রশিক্ষণের মান ভালো নয়। রিসোর্স পার্সন (প্রশিক্ষক) হিসেবে যাদের মনোনিত করা হয় তাদের আচরণ, প্রশিক্ষণের মান ও আয়োজকদের ব্যবহার যথাযথ নয়। অনেক ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি দিয়েই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ফলে শিক্ষকদের মধ্যে একঘেয়েমি এসে যায়। জাবির কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও শিক্ষকদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করে না। নেই তাদের জন্য আবাসন সুবিধা ও গ্রন্থাগার। এর মধ্যে ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটে নাকাল হতে হয় শিক্ষকদের। সার্বিকভাবে চরম অব্যবস্থাপনার মধ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলে বলেও শিক্ষকদের অভিযোগ। ফলে এ ধরনের প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে শিক্ষকদের দক্ষতা আরও কমে যায় বলেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন।

তাছাড়া বিধিমালা অনুযায়ী দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে একজন সহযোগী অধ্যাপককে ৭৫০ টাকা ও প্রভাষককে ৪৫০ টাকা সম্মানী ভাতা দিতে হয়। কিন্তু জাবির প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষকদের দেয়া হচ্ছে মাত্র ৩০০ টাকা।

প্রশিক্ষণের মানের বিষয়ে জাবির ডিন ড. এসএম আবু রায়হান সংবাদ'কে বলেছেন, শিক্ষকদের অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যা। কারণ প্রশিক্ষণের মান খুবই ভালো। রিসোর্স পার্সন হিসেবে যাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়, তারা সবাই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান ও দফতরে যথেষ্ট সুনাম ও দক্ষতার পরিচয় বহন করছেন।